০৭-১১- ১৬ প্রাতঃমুরলী ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা--সবাইকে একমাত্র বাবারই পরিচয় দাও, একমাত্র বাবার সাথেই চাওয়া- পাওয়া রাখো, বাবাকেই নিজের সত্যকারের চার্টের হিসাব দাও ।"

প্রশ্ন :- এখনও পর্যন্ত বাচ্চাদের দ্বারা অনেক প্রকারের ভুল হতে থাকে, এর কি কারণ?

উত্তর :- প্রধান কারণ - যোগে খুব দুর্বল । বাবার স্মরণে থাকলে কখনো কোনো খারাপ কাজ হতে পারে না । নাম রূপে ফাঁসলে পরে যোগে মন দেওয়া সম্ভব নয় । তোমরা পতিত থেকে পবিত্র হওয়ার কাজে মগ্ন হয়ে থাকো । নিরন্তর শিববাবার স্মরণে থাকো, তোমাদের নিজেদের দেহবোধের প্রেম থাকা উচিত নয় ।

গীত:-- বহ্নিশিখা কেন জ্বলবে না ..... (জ্বলে না কিউঁ পরবানা..)

ওম শান্তি । ভক্তি মার্গে এ গান গাওয়া হয়েছে । শেষ পর্যন্ত এই সব বন্ধ হয়ে যাবে, এই সবের দরকার নেই । বলা হয় যে এক সেকেন্ডে বাবার থেকে বর্সা(অধিকার) পাওয়া যায় ।তোমরা জানো যে - - বেহদের বাবার থেকে জীবন মুক্তির বর্সা (অধিকার) পাওয়া যায় । জীবন মুক্তি মানে এই দুঃখধাম থেকে মুক্তি, ভ্রষ্টাচারীতার থেকে মুক্তি ।তাহলে কি হবে? এর জন্য ভালোভাবে মূল লক্ষ্যকে(aim object) বোঝাতে হবে । গত রাত্রে বাবা বুঝিয়েছেন যে , যে কেউ আসলে পরে তাকে আগে উচ্চ হতেও উচ্চ সর্বোচ্চ ভগবানের পরিচয় দাও । জিজ্ঞেস করে যে এখানকার উদ্দেশ্য কি? সেইজন্য সবার আগে বেহদের বাবার পরিচয় দিতে হবে । এবার উঁনি বলেন যে আমাকে স্মরণ করলে তোমরা পবিত্র হয়ে যাবে । গানও আছে, হে পতিত পাবন এসো ।তাইতো বাবার নিশ্চয়ই কিছু অথরিটি আছে, তাই না । নিশ্চয়ই কোনো পার্ট আছে ।ওনাকে তো বলা হয় - - উচ্চ হতেও উচ্চ সর্বোচ্চ বাবা । উনি ভারতেই আসেন । উনি এসে ভারতকে উচ্চ হতেও উচ্চ বানিয়ে দেন । বৈকুন্ঠ থেকে উপহার নিয়ে আসেন । মনুষ্য সৃষ্টিতে উচ্চ থেকে উচ্চ হলেন দেবী দেবতারা, সূর্যবংশী ঘরানা, যাঁরা সত্যযুগে রাজত্ব করতেন । সত্যযুগ স্থাপন যাঁরা করেন তাঁরা হলেন উচ্চ হতেও উচ্চ ভগবান । ওনাদের বলা হয় স্বর্গ স্থাপনকারী, স্বর্গের ঈশ্বরীয় পরমপিতা । উনি তো বাবা, ওনার জন্য এমন বলা যাবে না যে বাবা হলেন সর্বব্যাপী। সর্বব্যাপী বললে পরে বাবার বর্সা (অধিকার) হারিয়ে যায় ।কত মধুর কথা, বাবা মানে বর্সা(অধিকার) ।বাবা নিশ্চয়ই নিজের বাচ্চাদের বর্সা(অধিকার) দেবেন ।সমস্ত বাচ্চাদের বাবা একজনই আছেন । উনি এসে সুখ শান্তির বর্সা(অধিকার) দেন, রাজযোগ শেখান । বাদবাকি সব আত্মারা হিসাব - কিতাব চুকিয়ে ফিরে যাবে । এখন তো পুরোনো দুনিয়া সমাপ্ত হবার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে । তার জন্য তো এই মহাভারতের যুদ্ধ উপস্থিত । বহু ধর্মের বিনাশ আর এক ধর্মের স্থাপনা হবে । বুদ্ধিও বলে যে নিশ্চয়ই কলিযুগের পর সত্যযুগ আসা উচিত । দেবী দেবতাদের ইতিহাস পুনরাবৃত্ত(রিপিট) হয় । (গায়ন) বর্ণনা আছে যে ব্রহ্মার দ্বারা স্থাপনা করেন । উচ্চ হতেও উচ্চ পদ প্রাপ্ত করান ।

বাবা বলেন – বাচ্চারা এই অন্তিম জন্মে পবিত্র হও ।এখন তো মৃত্যুলোক মুর্দাবাদ আর অমরলোক জিন্দাবাদ বলার সময় । তোমরা সবাই পার্বতী, অমরকথা শুনছো। ছেলেরা আর মেয়েরা দুজনেই অমর হবে, তাই না । এদেরকে অমরকথা বলো, তৃতীয় নেত্রের কথা বলো । বেশিরভাগ সময়ই মাতারা কথা(গল্প) শোনান । অমরপুরীতে কি পুরুষ থাকবে না? নারী পুরুষ উভয়ই থাকবে থাকবে, বাবা তো আমাদের বোঝান যে ভক্তি মার্গের শাস্ত্রে কি বলেছে আর বাবা কি বলছেন? এটাও বলা হয় যে ভক্তি মার্গের ফল ভগবান দিতে আসেন । সত্যযুগে এই দেবী দেবতাদেরই বিশ্ব জুড়ে রাজত্ব ছিলো । এঁদের ফল কে দিয়েছেন? কোনো সাধু সন্ন্যাসীরা তো দিতে পারেন না । এটাও জানো যে ভক্তি সবাই একরকম ভাবে করে না । যে অনেক ভক্তি করবে সে ফলও তেমন প্রাপ্ত করবে । যিনি পুজ্য ছিলেন তিনিই পূজারী হয়ে আবার পূজ্য হয়ে যাবে । ভক্তির ফল তো নিশ্চয়ই প্রাপ্ত করবে । এই কথাই সবাইকে বোঝাতে হবে । প্রথমে তো ত্রিমূর্তি দিয়ে বোঝাতে হবে । এমনও হতে পারে না যে প্রথমেই সিঁড়ির চিত্র দিয়ে শুরু করা হবে । এইসব তো অনেক বিস্তৃত বিষয়।প্রথমে তো বাবার পরিচয় দিতে হবে । উনি হলেন উচ্চ হতেও উচ্চ সর্বোচ্চ । তারপর ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শংকর আসেন, তারপর লক্ষী নারায়ণ আসেন । ভক্তি মার্গের চিত্র তো অনেক অনেক আছে।প্রথমে তো বলবে বেহদের বাবার কথা – যাঁর থেকে আমরা স্বর্গের বর্সা(অধিকার) প্রাপ্ত করি ।উচ্চ হতেও উচ্চ সর্বোচ্চ বাবা বর্সা (অধিকার)ও দেন উচ্চ হতেও উচ্চ সর্বোচ্চ । ভারতে শিব জয়ন্তী পালন করা হয়, নিশ্চয়ই স্বর্গের ঈশ্বরীয় পিতা এসে স্বর্গ স্থাপন করেছেন । বাবাই স্বর্গ স্থাপনা করেন তারপর আবার পাঁচ হাজার বছর পরে নরক হয়ে যায় । রামকে আসতে হয়, তাইতো সেই সময় রাবণকেও আসতে হয়। রাম বর্সা (আশীর্বাদ) দেন আর রাবণ অভিশাপ দেয়।জ্ঞান অর্থাৎ দিনমান পুরো হয়ে রাত্রি হয়ে যায় ।দিনমানে কেবল সূর্যবংশী আর চন্দ্রবংশী থাকেন । এই কথা সংক্ষেপে বোঝানো খুব সহজ । প্রথমে তো উচ্চ হতেও উচ্চ সর্বোচ্চ বাবার পরিচয় খুব ভালোভাবে দিতে হবে,এইটাই হলো প্রধান কথা ।সত্যযুগে দেবী দেবতার ঘরানা ছিলো। সতোপ্রধান ছিলো তারপর সতো – রজো – তমো হয়ে গেছে ।এই হলো চক্র। একই জিনিস একভাবে বজায় থাকতে পারে না । তোমাদের, বাচ্চাদেরকে একটাই কথা বুদ্ধিতে রাখতে হবে যে উচ্চ হতেও উচ্চ সর্বোচ্চ বাবাকে স্মরণ করতে হবে ।অনেকেই এই স্মরণের ব্যাপারে খুব কাঁচা । বাবা নিজের অনুভব বলছেন যে উনিও বারংবার স্মরণ ভুলে যেতেন কেননা ওনার অনেক চিন্তা ছিলো । তাইতো বলা হয় যে যার মাথায় অনেক চিন্তা সে কেমন করে স্মরণে থাকবে । বাবার তো সারাদিন ধরে অনেক ব্যাপারে চিন্তা করতেন । কত ঘটনা সামনে উপস্থিত হতো । বাবার তো সকাল সকাল উঠে স্মরণের জন্য বসতে খুব আনন্দ পেতেন ।স্মরণের নেশা খুব থাকতো যে এই স্থাপনা হয়ে গেলে আমি বিশ্বের মহারাজা হয়ে যাবো । বাবা যেমন প্রথমে নিজের অভিজ্ঞতা বলেন যে প্রথমে পিতার পরিচয় দাও ।আর অন্য কোনো কথা কেউ বললে বোলো, এই সব কথার কোনো লাভ নেই । আমরা তোমাদের উচ্চ হতেও উচ্চ সর্বোচ্চ ভগবানের পরিচয় দিচ্ছি । উনি উচ্চ থেকে উচ্চ বর্সা(অধিকার) দেন বিশ্বের মালিক হবার । আর্য সমাজের লোকেরা দেবতার চিত্র মানে না। তোমাদের কাছে চিত্র দেখলে অখুশি হয় । যাদের বর্সা নেবার থাকে তারা শান্তিপূর্বক ভাবে এসে শুনতে থাকে । প্রধান কথা হলো উচ্চ হতেও উচ্চ সর্বোচ্চ ভগবানের কথা । ব্রহ্মা বিষ্ণু শংকরকে কেউ উচ্চ থেকে উচ্চ বলবে না । উচ্চ হতেও উচ্চ সর্বোচ্চ ভগবানের থেকেই বর্সা (অধিকার) প্রাপ্ত হয় । উনি হলেন পতিত – পাবন। এই কথা একদম দৃঢ় (পাক্কা) করে নাও । ভগবান হলেন এক । (God is one) I বাবা মানে বর্সা (অধিকার) । ভারতে এসে বর্সা দেন । ব্রহ্মার দ্বারা স্থাপনা, শংকরের দ্বারা বিনাশ । এই মহাভারতের যুদ্ধের দ্বারা স্বর্গের দ্বার(গেট)

খোলে । পতিত থেকে পবিত্র হয়ে যায় । বেহদের বাবার থেকেই ভারতবাসী বর্সা(অধিকার) প্রাপ্ত করছে । আর অন্য কোনো কথা নেই । এখানে একটাই কথা আছে । বাবা বলছেন যে আমাকে স্মরণ করো তাহলে তোমাদের খাদ বেরিয়ে যাবে । এই একটা কথা বুঝলে পরে বাকি সব বোঝা যাবে । এই যে এত চিত্র আছে তা সব বিস্তারিত ভাবে আছে । আমি বলি জ্ঞান অমৃত পান করে পবিত্র হও । ওরা বিষ চায় ! এর ওপরেও কিছু চিত্র আছে তাই দেখে বলে, অমৃত ছেড়ে কেন বিষ পান করবো? এই রুহানি জ্ঞান "স্পীরিচুয়াল ফাদার" দেন । এই বাবা (ঈশ্বরীয় পিতা) কেমন করে সর্বব্যাপী হবেন । তোমরা বাবাকে সর্বব্যাপী ভাবলে ভাবতে পারো, কিন্তু এখন আমি মানতে পারবো না আগে আমিও মানতাম । এখন বাবা বলছেন এই সব ভুল ছিলো । বাবার থেকে বর্সা (অধিকার) প্রাপ্ত হয় । এখন ভারত নরক হয়ে গেছে, আবার ভারতকে আমরা স্বর্গ অর্থাৎ পবিত্র গৃহস্থ আশ্রম বানাবো । আদি সনাতন দেবী দেবতার পবিত্র গৃহস্থ আশ্রম ছিলো । এখন অপবিত্র অধার্মিক (vicious) দুনিয়ায় পরিণত হয়েছে । বাবা বলছেন যে, আমারে স্মরণ করো। উচ্চ হতেও উচ্চ সর্বোচ্চ শিববাবা, নির্মাণকারী, ওনার থেকে বর্সা প্রাপ্ত হয় ।এখন কলিযুগে অনেক মানুষ আছে, সত্যযুগে তো অনেক কম সংখ্যক মানুষ থাকে ।তাহলে তো ওই সময় বাদবাকি সব শান্তিধামে থাকবে । এবার নিশ্চয়ই যুদ্ধ লাগবে , তবেই তো মুক্তি হবে । এই সমস্ত কথা বাচ্চাদের বুদ্ধিতে থাকা উচিত । বাচ্চাদের সেবা (সার্ভিস) নিশ্চয়ই করা উচিত । সেবাকাজই (সার্ভিস) উচ্চ পদ প্রাপ্ত করাবে ।এমনও যেন না হয় যে নিজেদের মধ্যে মতের মিল হলো না আর তাই জন্য শিববাবাকে ভুলে গেলে আর সেবাকাজ (সার্ভিস) করা ছেড়ে দিলে । তাহলে তো পদভ্রষ্ট হয়ে যাবে। আর তখন (সেবাকাজ) সার্ভিস বদলে গিয়ে ডিসার্ভিস হয়ে যাবে । নিজেদের মধ্যে নুন-জলের সম্পর্ক হয়ে গেলে, আর (সার্ভিস) সেবাকাজ ছেড়ে দিলে, এর থেকে মন্দ কাজ আর কিছু হয় না ।বাবাকে স্মরণ করলে পরে উপার্জনও হতে থাকবে । এখন জ্ঞান প্রাপ্ত করেছো তো পবিত্র হও আর বাবাকে স্মরণ করো । ধুরিয়াকে(হোলী সম্পর্কিত কোন ক্রিয়া) বলা হয় জ্ঞানের বর্ষা। কথায় বলে জ্ঞান আর বিজ্ঞান । বিজ্ঞান হল যোগ আর জ্ঞান হলো সৃষ্টি চক্রের ব্যাপার । হোলী বা ধুরিয়ার বিষয়ে মানুষ কিছুই বুঝতে পারে না । বাবাকে স্মরণ করো আর জ্ঞান সবাইকে শোনাও ।বাবা বার বার বোঝাচ্ছেন যে উচ্চ হতেও উচ্চ সর্বোচ্চ পিতাকে সর্বব্যাপী বলা যাবে না । নাহলে স্বয়ং কাকে স্মরণ করবে? বাবা বলেন - নিরন্তর আমাকে স্মরণ করো । কিন্তু রচয়িতা কে না জানলে পরে কি প্রাপ্ত হতে পারে! না জানার কারণে সর্বব্যাপী বলে দেওয়া হয় । সেইজন্য উচ্চ থেকে উচ্চ কে প্রমাণ সহ বোঝাতে হবে তাহলে সর্বব্যাপী কথা বুদ্ধি থেকে বেরিয়ে যাবে । আমরা সবাই ভাই ভাই । বাবা প্রত্যেক ৫ হাজার বছর পর পর এসে বর্সা(অধিকার) দেন । সত্যযুগে দেবী দেবতারা থাকেন । বাকি সবাই মুক্তি পেয়ে যাবে । সবাইকে বাবার পরিচয় দিতে থাকো । ক্রাইষ্ট এর প্রার্থনা করা হয়, সবাইকে বলো ক্রাইষ্ট তো সবার বাবা নয় ।সবার বাবা তো নিরাকার, যাঁকে সমস্ত আত্মারা ডাকে - " হে ঈশ্বরীয় পিতা "(oh, god father) - - ক্রাইষ্ট তো ওঁনার সন্তান সেই রূপে সঙ্গে স্মরণ করা হয় । সন্তানের থেকে কি করে বর্সা (অধিকার) প্রাপ্ত হবে? ক্রাইষ্ট তো এক রচনা । এমন কোনো শাস্ত্রে বলা হয় নি যে, ক্রাইষ্টকে স্মরণ করলে আত্মা তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান হয়ে যাবে । একমাত্র গীতাতে আছে যে "মামেকম " স্মরণ করো । ঈশ্বরীয় পিতার শাস্ত্র হলো গীতা শাস্ত্র । কেবল বাবার নাম পরিবর্তন করে কৃষ্ণের নাম রাখা হয়েছে।এটা ভুল করে দিয়েছে । উচ্চ থেকে উচ্চ একমাত্র বাবাই হন, যিনি আমাদের সুখ শান্তির বর্সা(অধিকার) দেন । শিবের চিত্র সবার নিজের কাছে রাখা উচিত । শিববাবাতো বর্সা দেন কিন্তু ৮৪ জন্মগ্রহণ করে হারিয়ে যায় । সিঁড়ি চিত্রে বুঝতে হবে,- পতিত পাবন বাবা এসে পবিত্র

হবার উপায় বলে দেন । ওরা বলে কৃষ্ণ ভগবানুবাচ, তোমরা বলো শিব ভগবানুবাচ । ফার্স্ট ফ্লোরে উচ্চ বাবা থাকেন তারপর সেকেন্ড ফ্লোরে সূক্ষ্মবতন হয় । এখানে হলো থার্ড ফ্লোর । সৃষ্টি এখানে হয় , পরে সূক্ষ্মবতনে যায় ।ওখানে বিচার সভা(tribunal) বসে, সাজা(শাস্তি) দেওয়া হয়। শাস্তি পেয়ে পবিত্র হয়ে উপরে চলে যায় । বাবা সব বাচ্চাদের নিয়ে যান । এখন হলো সঙ্গমের সময় ।এখানে তো ১০০ বছর দেওয়া উচিত । বাচ্চারা জিজ্ঞেস করে বাবা স্বর্গে কি কি হয়? বাবা বলেন বাচ্চারা সেটা এগিয়ে গেলে দেখতে পাবে ।প্রথমে তো বাবাকে জানো, পতিত থেকে পবিত্র হবার প্রয়াস করে যাও । স্বর্গে তো যা হবার তা হবেই ।তোমরা এমন পবিত্র হও যে বাবার থেকে নতুন দুনিয়ার সম্পূর্ণ বর্সা (অধিকার) যেন পেতে পারো । পরে তো মধ্যে কি হয়, সেটা এগিয়ে গেলে দেখতে পাবে । তাই এই সমস্ত কথা স্মরণে রাখতে হবে । স্মরণে না রাখার জন্য সময়কালে কিছু বুঝতে পারে না, ভুলে যায়। বাচ্চাদের কর্ম খুব ভালো করতে হবে । বাবার স্মরণে থাকলে কখনো কোনো খারাপ কাজ হতে পারে না । অনেকে খারাপ কাজ করে । এমনও হয় না যে কেবল একজন ব্রাহ্মণীর (টিচার) সব কিছুই ভালো লাগবে । এই ব্রাহ্মণী (টিচার) চলে গেলে নিজেও শেষ হয়ে যাবে । ব্রাহ্মণীর কারণে মরে যায় । তার মানে বাবার থেকে বর্সা (অধিকার) নিতে ব্যর্থ হয়ে যাবে । এটা খুবই দুর্ভাগ্যজনক ব্যাপার, অনেক বাচ্চারা নাম রূপের জালে ফেঁসে গিয়ে মরে । এখানে তোমাদের দেহবোধের প্রতি প্রীতি থাকা উচিত নয় । নিরন্তর শিববাবাকে স্মরণ করতে হবে । কারও কাছ থেকেই কিছু চাওয়া- পাওয়ার নেই । বলো, আমাদের কি দেবে? তোমাদের যোগ তো শিববাবার সাথে আছে । যে সরাসরি কিছু দেষ না তার শিববাবার কাছে কিছু জমা হয় না । ব্রহ্মার দ্বারা স্থাপনা করা হয় যখন তখন ওনার দ্বারাই সব কিছু করতে হবে। মধ্যে কেউ ভ্রষ্ট হয়ে যায় তাহলে শিববাবার কাছে কিছু জমা হবে না । শিববাবাকে কিছু দিতে হলে ব্রহ্মার নিমিত্ত দিতে হবে । সেন্টারও ব্রহ্মাকে নিমিত্ত করে খোলো । নিজেই সেন্টার খুললে সেটা তো থোড়াই সেন্টার হবে । বাপ দাদা দুজন এক সাথে থাকেন । যখন একজনের হাত কিছুতে পড়ে শিববাবার হাতও তার সাথে থাকবে । কত এমন সেন্টার আছে যার কোনো খবর নেই । লেখা উচিত যে শিববাবা এই সব আপনার সেন্টারের চার্ট । মালিকের কাছে সবার চার্ট থাকা উচিত, তাই না ।অনেকের তো শিববাবার কাছে কোনো জমা থাকে না । এদেরক কোনো আক্কেল বুদ্ধি নেই । যদিও অনেক জ্ঞান আছে কিন্তু কোনো যুক্তিপূর্ণ তথ্য নেই । ব্যাস,খুশী আমরা খালি সেন্টার খুলেছি । তোমরা যাকে দিয়েছো, তারাও সেন্টার খুলে দেয়, সেটা তো আর শিববাবা খোলেন না । ওই সমস্ত সেন্টারের কোনো শক্তি থাকে না । সেন্টার খুলতে হলে শিববাবার নিমিত্ত থলতে হবে । শিববাবা আমরা এইসব দিচ্ছি, এসব সেন্টারের কাজে দিয়ে দেবেন । বাচ্চারা খুব ভুল করে । যোগে খুব দুর্বল। আচ্ছা ।

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি (সিকীলধি) বাচ্চাদের প্রতি বাপদাদার ভালোবাসা ও স্মরণ আর সুপ্রভাত । রুহানি বাবার রুহানি বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারনার জন্য মুখ্য সারা :-

১) জ্ঞানের সাথে সাথে নিজের ভবিষ্যৎ তৈরী করার শিক্ষাও নিতে হবে । একমাত্র বাবার থেকে বর্সা (অধিকার) নিতে হবে। কোনো দেহধারীকে অনুসরণ করে দুর্ভাগ্যবান হয়ো না ।

২) নিজেদের মধ্যে কোনো মতের অমিলের জন্য বাবার সেবাকাজ(সার্ভিস) ছেড়ো না । সকাল সকাল উঠে নিজের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে হবে । স্মরণের পরিশ্রম করতে হবে ।

বরদান :- নিজের সম্পূর্ণতার আধারে সময়কে সমীপে(কাছে) আনার মতো মাষ্টার রচয়িতা ভবঃ হও!

সময় হল তোমার রচনা, তুমি হলে মাষ্টার রচয়িতা । রচয়িতা রচনার আধারের উপর হয় না। রচয়িতা রচনাকে অধীনে করে নেয় এইজন্য এমন কখনো ভেবো না যে সময় নিজেই সম্পূর্ণ , (perfect) করে দেবে। তোমাকে নিজেই সম্পূর্ণ হতে হবে আর সময়কে সমীপে (কাছে) আনতে হবে। যদিও যখন কোনো বিঘ্ন আসে তা অবশ্যই সময়ের সাথে সাথে চলেও যাবে । কিন্তু সময়ের আগে পরিবর্তন শক্তির দ্বারা তাকে (বিঘ্ন) পরিবর্তন করে দাও - তাহলে সেই প্রাপ্তি হয়ে যাবে । সময়ের আধারে পরিবর্তন করলে তার প্রাপ্তি তোমার হবে না ।

স্লোগান :- কর্ম আর যোগের ভারসাম্য (ব্যালেন্স) রাখলে সত্যিকারের কর্ম যোগী হওয়া যাবে ।